মহাকাব্যিক উপন্যাস ও ধীরে বহে ডন

রবিন পাল

দীর্ঘকালীন শিক্ষাচর্চার অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছি মহাকাব্যিক উপন্যাস সম্পর্কে একটা ধোঁয়াশা চলিত আছে আমাদের মধ্যে। মহাকাব্য এক দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা, বিপুলায়তনে তা তুলে ধরে যোদ্ধাদের, নায়কদের ইতিবৃত্ত। এ এক বহুভূজ সমন্বিত বীরব্যঞ্জক আখ্যান যাতে যুক্ত হয়ে থাকে মিথ, লিজেন্ড, লোকগল্প, ইতিহাস। মহাকাব্যের জাতীয় গুরুত্ব আছে এই অর্থে যে ইতিহাস ও জাতীয় অভিলাষ উচ্চমহিমায় প্রকাশ প্রচেষ্টা থাকে তাতে। এর নায়ক হবে মহান জাতীয় বীর অথবা প্যারাডাইস লস্টের আদম ও ঈভ) এর সেটিং হবে বিপুল বিস্তারী, অনেকটা বিশ্বময়। সক্রিয়তা থাকবে অতিমানবিক। গত একশত বছরে ইপন্যাস বা চলচ্চিত্রে, কখনও থিয়েটারে ন্যারেটিভ উপস্থাপিত হচ্ছে মহাকাব্যিক বিশালতায়। উপন্যাসের ক্রমবর্ধমান বিকাশের ধারায় ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিক এবং জাতীয় ভাগ্যের উত্থান পতনকে ধরতে চাইছেন গদ্যে, কাহিনীর বিপুল বিস্তারে। ইতিমধ্যে বিশ্ব উপন্যাস ঐতিহ্যে বেশ কিছু মহাকাব্যিক উপন্যাসের নিদর্শন গড়ে উঠেছে যা মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ থাকছে ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্যগত উত্থান পতন আখ্যান, তাতে মিশে যায় মিথ, লিজেন্ড, লোকগল্প, ইতিহাস। তার বিস্তার হয়েছে বিপুল। কয়েকটি মহাকাব্যিক উপন্যাসের নাম করা যাক। যথা – হের্মান মেলভির এর ‘মবি ডিক’ (১৮৫১), টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (১৮৬৫-৭২), জারোশ্লাভ হাসেক এর ‘দি গুড সোলজার যেচুয়িক (১৯২০-২৩) (কমিক এপিক) জয়েসের ইউলিসিস (১৯২২), স্টেইনবেক এর ‘দি গ্রেপস অফ র‍্যাথ (১৯৩৯),‘ইভো আন্দিরক এর ট্রাভিনকা ক্রোনিকা’ (১৯৪৫), প্যাট্রিক হোয়াইট এর ‘অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন’ (১৯২৫-৪০), পাস্চেরনাক এর ‘ডঃ জিভাগো’ (১৯৫৭) প্রভৃতি। এইখানে আমরা প্রাসঙ্গিক বোধে র‍্যালফ ফক্সের এরটি মন্তব্য স্মরণ করব। তিনি বলেছিলেন – বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে মহাকাব্যিক উপন্যাস।

কিন্তু বাংলায়? শিক্ষকমশাইরা বছরের পর বছর বলে আসছেন, মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ (১৯৫৬) উপন্যাসটির কথা। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি নাম সংযোজন করি। তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১ম সংস্করণ ১৩৫৪), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর ‘উপনিবেশ’ (২য় মুদ্রণ ১৩৭৮), গুণময় মান্নার ‘জুনাপুর স্টীল’, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এর ‘ইস্পাতের স্বাক্ষর’ (১৩৬৩), প্রমথনাথ বিশীর ‘পনেরই আগস্ট’, দেবেশ রায় এর ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ (১৯৩৫), সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায় এর ‘এই সময়’ (১ম ১৩৮৮), ২য় খন্ড, ১৩৮৯, পূর্ব পশ্চিম (১ম ১৩৯৫, ২য় ১৯৮৯)প্রভৃতি।

আমরা এই তালিকা, জানি, বিতর্ক প্রভোকিং, তাইই চাইছি। তাতে তুলনামূলকতা স্পষ্ট হতে পারে।

আলোচনার জন্য আপাততঃ আমি বেছে নিচ্ছি মিখাইল সলোকভ এর ‘অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন’ উপন্যাসটিকে। কিন্তু কে এই সলোকভ? কে. জেলিনস্কির ভাষায় তিনি যেন এক সমুদ্র-নুলিয়া, যিনি রুশ তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রের সন্তান, যিনি রাশিয়াকে দেখেছেন তার যাবতীয় উপাদান সহকারে, লক্ষ করেছেন জন-জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাতকে। চার খন্ডে বিভক্ত এই মহাকাব্যিক উপন্যাসটির প্রথম তিন খন্ড লেখা হয়েছিল ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ এর মধ্যে, ‘অক্টোবর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ এর মধ্যে, ৪র্থ খন্ড লেখা শেষ হয় ১৯৪০-এ। এর ১ম তিন খন্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। (বাংলায় এর একাধিক অনুবাদ আছে। আমার কাছে একটি বাংলা অনুবাদ আছে, বেরিয়েছিল ১৯৫৯-এ, অনুবাদক অবন্তী সান্যাল, আর একটি অনুবাদ হয়েছিল প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো থেকে। অনুবাদক কে ছিলেন আজ আর মনে নেই।)

সলোকভ ডন কসাক জীবনের ইতিবৃত্ত রচনাকারী শুধু এটুকু বললে ঠিক হবে না, তিনি নিজেই একজন কসাক, লিখেছেন মুখ্যতঃ কসাক জীবন নিয়ে, আর এই সব লেখালেখির মধ্য দিয়ে রুশ জীবনের বহুমাত্রিক আলেখ্য ফুটে উঠেছে। সলোকভ (জন্ম ১৯০৫)এর বাবা ছিলেন কেরানী, গৃহপালিত পশু বিক্রেতা, পরে এক বাস্পচালিত কারখানার ম্যানেজার। এই কারখানা সূত্রেই লেখক কসাক ধনী চাষীদের, উচ্চসম্প্রাদয়, কারখানা বাড়ি সম্পর্কে অভিজ্ঞান পান। (ধীরে বহে ডন উপন্যাসের মোখভ এমনই এক কারখানা মালিক।) ১৩ বছর বয়সে স্কুল ছুট হন, ১৮ বছর বয়স থেকে পত্রপত্রিকায় গল্প লিখতে থাকেন। তাঁর প্রথম গল্পের বই ‘ডন-এর গল্প’ বেরোয় ১৯২৬-এ। এ বইতে এবং ‘আজিওর স্টেপ’ বইতে তিনি ডন কসাকদের গল্প বলতে থাকেন। সেটা গৃহযুদ্ধ এবং নেপ প্রকল্প কালীন। এ সবই ভিত তৈরি করেছিল পুর্বোক্ত মহা-উপন্যাসটির। বইটি যেন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, গান, শান্তিপর্বে জীবন, ১ম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ, ১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব ও পরবর্তী সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়ার সম্মেলক এক বিশ্বকোষ। এ এক প্যানোরোমিক উপন্যাস যা ঘটনা ও চরিত্রে ঠাসা।

উপন্যাসটির প্লট কেমন? গল্প আবর্তিত হচ্ছে তাতার্স্ক এর মেলেকভ পরিবারকে নিয়ে। এদের এক পূর্বপুরুষ ক্রিমিয়ান যুদ্ধকালে এক যুবতীকে তুলে এনে বৌ বানায়। মেলেকভ এর পড়শিরা তাকে ডাইনী বলে প্রচার করে, মেরে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু

বৌটার স্বামী খুনেদের হঠিয়ে দেয়। তাদেরই বংশধর এই মেলেকভ পরিবারের নাতিপুতি, তাই তাদের তুর্কি বলা হত। তাতার্স্ক অঞ্চলের লোকজন এ পরিবারের লোকজনকে মান্য করত। এ বাড়ির দ্বিতীয় ছেলে গ্রিগরি পান্তালিয়েভিচ মেলেকভ এক যোগ্য তরুণ সোনানী, প্রেমে পড়ল পরিবারের বন্ধু স্তোপান আস্তাকভ এর বৌ এর। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ছিল না, বরটা প্রায়ই পিটত বৌকে। গ্রিগরি ও আকসিনিয়ার রোমাঞ্চ এবং পলায়ন আস্তাখভ ও মেলেকভ পরিবারের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটাল। এই রোমান্সের উঠানামা ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের আবহে। এই দুইতে ডাক পড়েছিল যুবক কসাকদের, এ দুটোই রাশিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। লড়াইয়ের আগুন পৌঁছায় অস্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান ফ্রন্টে যেখানে গ্রিগরি স্তেপান আস্তাকভকে বাঁচিয়ে দেয়, তবে তাতেও মেটে না বিবাদ। বাপের জেদে গ্রিগরি বিয়ে করেছিল নাতালিয়াকে, কিন্তু অক্ষুন্ন থেকে যায় আকসিনিয়ার প্রতি প্রেম। - প্লটের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক পাঠককে নিয়ে যান সামাজিক নানা স্তরে কসাকদের মধ্যে। আমরা পাই দরিদ্র মিশকা কোসেভয়কে, সম্পন্ন মিল মালিক মোখভকে। আটামান কোর্সুনলভ যার মেয়ে নাতালিয়ার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল গিগরি মেলেকভের সঙ্গে। পোশাক বিবরণ, গেরস্থালীর বাসনপত্র, ধান নিড়ান, লাঙল দেওয়া, মাছ ধরা, বিয়ের অনুষ্ঠান এবং নানা রকমারি দৃশ্য লেখকের বহুবর্ণিল চরিত্রের চারপাশে ছড়ানো।

আছে মেলেকভ পরিবার – গ্রিগরির বাবা পান্তেলেই প্রোকোফিভিচ কর্কশ আর মেজাজি মানুষ, পুরোনো জার সমর্থক, কসাক ঐতিহ্যের প্রতিভূ। তার মা ইলিনিচনা, তার ভাই পিওতর হৃষ্টপুষ্ট সাদা গুঁফো কসাক। পিওডরের বৌ সুন্দরী আকর্ষণীয়া আকসিন। আকসিন আর গ্রিগবির প্রেম যেন কসাকদের নৈতিক ও জাতিগত সংস্কারের প্রতিবাদ- ঠিক তারাশঙ্করের করালী ও পাখির প্রেমের মতো। সলোকভ তুলে ধরেন ধর্ম, সৌজন্য, পরিবার, সমাজকর্তব্য বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনাদর্শের সংঘাত, পাশে থাকে কসাক জীবন, নারী আকর্ষণ, নারী-মর্যাদার কথা। পরস্ত্রীর সঙ্গে গ্রিগরির আশনাই এর ফল ঘরছাড়া, জমিদারের অধীনে দিনমজুর হওয়া যা কসাক সংস্কারে ঘা দেয়। উপন্যাসে আছে দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক-গ্রিগরি, নাতালি, পিওতর, দারিয়া, পান্তেলেই প্রোকোফিয়েভিচ এর। চরিত্রচিত্রণে কিঞ্চিৎ চড়া সুর সহায়তা করেছে নাটকীয়ত্বে। যেমন গ্রিগরিকে হোয়াইটরা যখন ডিভিসন কমান্ডার করে, তার বাবা, বাড়ির কর্তা কিন্তু মর্যাদায় সার্জেন্ট মনে মনে দুঃখ পায়। কসাকরা যখন যুদ্ধে জড়িয়ে যায় তখন গল্প পরিবারতান্ত্রিকতা ছেড়ে প্রসারিত দ্বন্দ্বভূমিতে যায়, আরও প্রসারিত ভূমিতে নতুন নতুন চরিত্র আসে। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খন্ডে প্রাধান্য পায় কসাক আন্দোলনের মিলিটারী ও বিপ্লবী ইতিহাস ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ র রাজনৈতিক ঘটানবলী। সলোকভ তুলে ধরেন প্রতিবিপ্লবের উল্লেখযোগ্য নেতাদের, যথা-জেনারেল কোর্নিলভ, আলেক্সেয়েভ, কসাক

আটামার কালোদিন ও বোগেভস্কি, বিপ্লবী কসাক নেতা পোদতোলকভ, কৃভোশ্লিকভ প্রভৃতিকে। আনেন পোদতোলকভ আন্দোলন, পোদতোকভের মৃত্যু, ডন কসাকদের দ্বিধা জড়িমা। ৩য় ও ৪র্থ খন্ডে প্রাধান্য পায় ডন সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে গৃহযুদ্ধ (১৯১৮-২০), বিশেষতঃ সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে ডন নদীর উচ্চ অংশের সংঘাত। কসাকদের শেষ বিদ্রোহ অঙ্কন করেন ডকুমেন্টারি মেটেরিয়াল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রভৃতির সাহায্যে। এই বিদ্রোহে মেলকভ ভাইরা, দুই ছেলেই অংশ নেয়। পিয়তর নিহত হয়, গ্রিগরি এক রেজিমেন্টের দায়িত্ব পায়, ডিভিসন কমান্ডার হয়। লেখক দেখান কসাক জাতীয়তা ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভূমিতে হার স্বীকার করে, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়। মিসকা কোসেভয় এবং বলশেভিকদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। বড়লোকের টাকা কামাই, গরীবের নাকে দড়ি। কিন্তু সেন্ট জর্জ ক্রস নিয়ে ফেরার পর ছলনা, কপটতা, তারিফের মধ্যে বুঝতে পারে কথাটা সত্যি নয়। যুদ্ধে যাবার আগে ও পরে তার জীবন উপলব্ধির বদল চোখে পড়ার মত। দুই পৃথিবীর দ্বন্দ্বে বিহ্বল তার সত্যোপলব্ধি বেদনা বিহ্বল। তার বৌ যখন মদ খাওয়া ও নারীসঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ি সমালোচনা করে তখন গ্রিগরি বলে লালেরা হয়ত সঠিক পথের যাত্রী, কিন্তু কে ওদের সঙ্গে আমায় যুক্ত করবে। কসাকদের আর্ধেক গেছে ডনের অন্য পারে, বাদ বাকিরা কাটাচ্ছে বুনো জীবন। আমার মাথা গুলিয়েছে, ভয় পাচ্ছি। জীবন চমকে ওঠে বিদ্যুৎ ঝলকে।

উপন্যাসটির মধ্যে আদ্যন্ত সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন এক লিরিক্যাল মোটিফ- যার আশ্রয়ে বর্ণিত হয় কসাক জীবন ইতিহাস, গ্রিগরির জীবনকথা, যে সমাজতন্ত্রের পথে পৌঁছায় দুর্গম পথে, অতিক্রম করতে হয় যুদ্ধ, তীব্র দ্বন্দু। লেখক যখন স্তেপ ভূমির বর্ণনা দেন তাতে তা ভাস্বরতা পায়। কোসেভয়-এর বন্ধু নেভ যখন হোয়াইটদের হাতে ফাঁসি যায় তাকে কবরস্থ করা স্তেপ-এ। একটা মুরগী সে কবরে বাসা করে, জীবন শুরু হয় সেখানে। লোকে সুখের সন্ধানে লড়ে, জমি খুঁজে পায় সৌন্দর্য, তাগিদ আসে সত্যনিষ্ঠ জীবনের। অদৃশ্য জীবন বহুপ্রসু হয়ে ওঠে বসন্তে, দৃঢ়ভাবে কম্পমান, বিকাশের পাপড়ি মেলে দেয় স্তেপ ভূমিতে।

নদী প্রবাহের নিরন্তরতা আর একটি মোটিফ যা জীবন জয়ের অভিলাষকে রাখে বাঁচিয়ে।

সলোকভ গোড়ায় ভেবেছিলেন তিনি করনিলভ এর ক্যু তে ডন কসাকদের ভুমিকা নিয়ে উপন্যাসটি লিখবেন। কিন্তু লিখতে বসে উপলব্ধি করলেন অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে ডন কসাকদের জীবন সমন্বয় যা জরুরী তাহলে যথার্থ রূপ পাবে না। ডন কসাকদের প্রাক যুদ্ধ জীবন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আনলে

সমগ্রতা রক্ষিত হবে। ১৯২৫ বসন্তে উপন্যাসটি লেখার সময় তিনি কল্পিত বিন্যাসের ব্যাপকতা ভেবে চিন্তিত। ১৯১৭ তে ভেবেছিলেন প্রেত্রোগ্রাদে করনিলভের অভিযান পর্যন্ত রাখবেন, তারপর বদল ঘটতে লাগল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবি পর্যন্ত এল প্রথম খন্ডে, তারপর দ্বিতীয় খন্ডে করনিলভের চক্রান্ত আসে। আমরা পরিচিত হই বানচুক চরিত্রটির সঙ্গে যে ফ্রন্টে সৈনিকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট প্রচার চালাচ্ছে, আসে রাজতন্ত্র সমর্থক লিসটরনিটস্কির কথা, ফেব্রয়ারী বিপ্লব লড়াই ও নিগ্রহের কথা। গ্রিগরি মেলকভ উপন্যাস খসড়া করার সময় প্রত্যাশিত নায়ক রূপে ভাবনায় আসে নি। আস্তে আস্তে গল্প মেলকভ পরিবাবের সংকীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে বিপ্লবী ঝটিকায় উষ্ণতা পেতে থাকে। বিশেষ দশকের রুশ সাহিত্য তুলছিল নানা প্রসঙ্গিক প্রশ্ন – দেশ ও বিপ্লবের সম্পর্ক, মানুষ ও ইতিহাসের কথা, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তার সংঘাত, মানবতা ও কর্তব্যের সংঘাত। শ্রণী ও বিশ্বজনীন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, শরীরী ও সামাজিক সম্পর্ক কথা, সচেতন ও স্বজ্ঞ প্রণোদিত ভাবনার দ্বৈরথের কথা। রাজনীতির বিস্ফোরণ সম্ভব ভাবনা ধাক্কা মারছিল শিল্পের জগতে এই বৈদ্যুতিক আবহে চিরন্তন সমস্যায় নাড়া পড়ছিল নব নব আবিষ্কারের উত্তেজনায়, জীবন ও মৃত্যুর গুরুত্ব ভাবাচ্ছিল অন্য ভাবে। এই সব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর লেখকবৃন্দের মনে অঙ্করিত হচ্ছিল। গোর্কি পথ দেখিয়েছিলেন মানুষের প্রতি তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধনের ঘোষণায়, মানবজীবনের যথার্থ সারার্থ এবং অস্তিত্বের নব সৃজনের শিল্পায়নে। মানুষ তার কাজের জন্যই অহংকার করতে পারে, শ্রমজীবী মানুষ বদলাতে পারে পৃথিবী – গোর্কির এই ত্রিবিধ প্রেরণা কাজ করেছিল উত্তরসূরী সমালোচকের মধ্যে। টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তি এবং সলোকভের ধীরে বহে ডন তুলনী হয়ে থাকে তাদের অঙ্কিত বাস্তবতার বিপুল পরিবর্তন, মহাকাব্যিক পিরকাঠামো, নাটকীয় ন্যারেটিভে এবং গভীর মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। সলোকভের এই উপন্যাস স্মরণীয় ব্যক্তি রেড আর্মি মানুষের চিত্রণে (যেমন নির্ভীক কম্যান্ডার লিখাচভ), আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে নাবিকদের আক্রমণ বর্ণনায়, সৈন্যদের সাথে নিয়ে কম্যান্ডর ও কমিশারদের আগ্রসরণে, ডন অববাহিকায় রণবিস্তারে, ধৃত কম্যুনিস্ট ভেসেনস্কায়ার বর্ণনায়, সশস্ত্র সিনিকদের বীর ব্যঞ্জকতায়। স্বদেশ প্রেমিক লেখক প্রাসঙ্গিক নানা ঐতিহাসিক ঘটনার দার্শনিক ও শৈল্পিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। হোয়াইট আর্মির উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব ডেনিকিন, ক্রাসনভ এবং অন্যান্যরা অর্থলোলুপতায়, জার্মাণ ও তাদের অনুষঙ্গীদের সাহায্য করায় সলোকভ সফল। রাজতন্ত্রী এবং ডন স্বেচ্ছাচারীদের দেশপ্রেমহীনতা জনশক্রত্ব উদঘাটনে লেখক সফল। ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনে তাঁর ভিন্নতায়, যান্ত্রিক বস্তুবাদী রুশ সতীর্থ লেখকরা বিরূপ হয়েছিলেন বিশেষতঃ অন্তিম পর্ব উপস্থাপনে। এ বিষয় নিয়ে তিনি গোর্কিকে এক পত্রে তার ভিন্ন পদ্ধতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ৪র্থ পর্ব তিনি বারংবার ঘষামাজা করে গিয়েছেন।

ভেবেছিলেন আরও একটা পর্ব লিখবেন, কিন্তু পরে সে ভাবনা বাতিল করেন। গ্রিগরি মেলকভের পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য চিত্রণ ও সমালোচিত হয়েছে কিন্তু সমালোচক তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পবোধে অবিচল তখন হুজুগে উঠেছিল, যে কোনো প্রকারেই পজিটিভ হিরো আঁকতে হবে। সলোকভের তাতে স্পষ্ট সায় ছিল না। চরিত্রকে যান্ত্রিকভাবে এক রকম করা তাঁর পছন্দসই ছিল না, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষা সলোকভের এই উপন্যাস ছাড়া ও ভার্জিন সয়েল আপটার্নড-এ, আলেক্সি টলস্টয়ের পিটার দি গ্রেট-এ, আস্ত্রোভস্কির হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পারড-এ ফেডিন এর দি রেপ অফ ইউরোপ-এ, ফাদায়েভ –এর দি লাস্ট অব দি উদেঝেস্-এ মিলবে।